করিন্থের ইমানদার-দলের কাছে হযরত পৌল রা. লেখা প্রথম চিঠি

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

রুকু: ৩

[১]সুতরাং, ভাই ও বোনেরা, ধার্মিক লোকদের কাছে যেভাবে কথা বলা উচিত, আমি তোমাদের কাছে সেভাবে কথা বলতে পারিনি, বরং জাগতিক মানুষের কাছে, মসিহের-ওপর-ইমান-আনা শিশুদের কাছে, যেভাবে কথা বলা উচিত, সেভাবেই কথা বলেছি।

[২]আমি তোমাদের শক্ত খাবার না-দিয়ে দুধ পান করিয়েছি, কারণ তখনো তোমরা শক্ত খাবারের জন্য প্রস্তুত ছিলে না; এমনকি এখনো তোমরা প্রস্তুত নও, [৩]কেননা এখনো তোমরা জাগতিক মানুষই রয়ে গেছো। তোমাদের মধ্যে যতোদিন ঈর্ষা ও বিবাদ আছে, ততোদিন তোমরা কি জাগতিক লোক নও এবং তোমরা কি মানবীয় প্রবৃত্তি অনুসারে আচরণ করছো না?

[৪]কারণ তোমাদের মধ্যে একজন যখন বলে, "আমি পৌলের লোক," এবং অন্যজন বলে, "আমি আপল্লোর লোক," তখন তোমরা কি স্রেফ মানুষ নও? [৫]আপল্লো কে? আর পৌলই বা কে? তাঁরা তো খাদেমমাত্র, যাঁদের মাধ্যমে তোমরা ইমান এনেছো। আল্লাহ তাঁদের যাঁকে যতোটুকু দায়িত্ব দিয়েছেন, তিনি ততোটুকুই করেছেন।

[৬]আমি লাগিয়েছি, আপল্লো পানি দিয়েছেন কিন্তু বৃদ্ধি দিয়েছেন আল্লাহ। [৭]সুতরাং, যে লাগায় কিংবা যে পানি দেয়, সে কিছুই নয়, বরং বৃদ্ধিদাতা আল্লাহ-ই সব। [৮]যে লাগায় আর যে পানি দেয়, তাদের উদ্দেশ্য একই এবং তারা প্রত্যেকে নিজ-নিজ কাজ অনুসারে মজুরি পাবে।

[৯]আমরা আল্লাহর খাদেম, একত্রে কাজ করছি; তোমরা আল্লাহর জমিন, দালান আল্লাহরই। [১০]আমাকে দেওয়া আল্লাহর রহমত অনুসারে, একজন দক্ষ কারিগরের মতো আমি ভিত্তি স্থাপন করেছি, আর অন্য কেউ তার ওপরে গাঁথছে। প্রত্যেক কারিগরকে সতর্কতার সাথে সিদ্ধান্ত নিতে হবে সে ভিত্তির উপরে কীভাবে গাঁথবে।

[১১]কেননা যে-ভিত্তি স্থাপিত হয়েছে, তা থেকে ভিন্ন কোনো ভিত্তি কেউ স্থাপন করতে পারে না; হযরত ইসা মসিহ-ই হলেন সেই ভিত্তি। [১২]এই ভিত্তির ওপর কেউ যদি সোনা, রুপো, মহামূল্য পাথর, কাঠ, খড় বা বিচালি দিয়ে গাঁথে,

[১৩]তাহলে প্রত্যেক নির্মাতার কাজ দৃশ্যমান হবে; সেই দিনই তা প্রকাশ করবে, কারণ তা প্রকাশিত হবে আগুনের মধ্য দিয়ে এবং কে কেমন কাজ করেছে, আগুনই তা যাচাই করবে।

[১৪]ভিত্তির ওপর যা গাঁথা হয়েছে তা যদি টিকে থাকে, তাহলে নির্মাণকারী পুরস্কার পাবে। [১৫]কাজ যদি পুড়ে যায় তাহলে নির্মাতা ক্ষতিগ্রস্ত হবে; অবশ্য সে নিজে আগুনের মধ্য দিয়ে যাবার মতো করে রক্ষা পাবে।

[১৬]তোমরা কি জানো না যে, তোমরাই আল্লাহর ঘর এবং আল্লাহর রুহ তোমাদের মধ্যে বাস করেন? [১৭]কেউ যদি আল্লাহর ঘর ধ্বংস করে, তাহলে আল্লাহও তাকে ধ্বংস করবেন। কারণ আল্লাহর ঘর পবিত্র, আর তোমরাই সেই ঘর।

[১৮]তোমরা নিজেদেরকে প্রতারিত করো না। তোমরা যদি মনে করো যে, এই যুগে তোমরাই জ্ঞানী, তাহলে জ্ঞানী হওয়ার জন্য তোমরা মূর্খ হও। [১৯]কেননা এই জগতের জ্ঞান আল্লাহর কাছে মূর্খতা। কারণ লেখা আছে, "জ্ঞানীদেরকে তিনি তাদের কুট-বুদ্ধির ফাঁদে পাকড়াও করবেন।" [২০]এবং আরো লেখা আছে, "জ্ঞানীদের চিন্তা-ভাবনাগুলোর কথা আল্লাহ জানেন- ওগুলো অসার।"

[২১]সুতরাং, মানুষের নেতাদের নিয়ে কেউ গর্ব না-করুক। কেননা সবকিছুই তোমাদের, [২২]হোক পৌল বা আপল্লো বা কৈফা বা জগত বা জীবন বা মরণ বা বর্তমান কিংবা ভবিষ্যৎ- সবই তোমাদের, [২৩]আর তোমরা মসিহের এবং মসিহ আল্লাহর।